বাংলাদেশের উপর বড় ধরণের আযাব আসছে........

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

এই চিঠি পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) মুসলমানদের প্রতি বান্দা মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে

সালামুন আলাইকুম,

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য যার বাদশাহি আসমানের উপর, জমিনের উপর, যার হুকুম চলে সাগরের জলে, মাটির তলে। হে আল্লাহ, আপনি সকল মু'মিন মুসলমান নর-নারীর পক্ষ থেকে নবীজী ﷺ-এর নিকট সালাম পৌঁছে দিন। আম্মাবাদ।

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান, তোমরা আল্লাহ পাকের নিয়মের মাঝে কখনো বিচ্যুতি পাবে না। (সূরা ফাতির-৪৩)

আল্লাহ পাক এই দুনিয়ার জন্য কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে কখনোও পরিবর্তন হবে না। এখানে আল্লাহ পাকের কিছু নিয়ম উল্লেখ করে বর্তমানে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) পরিস্থিতি, যা আমি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে জানতে পেরেছি ও আনেওয়ালা দিনগুলোতে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) মুসলমানদের পরিণতি এবং এহেন হালতে মুসলমানদের করণীয় কাজগুলো নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

(১) আল্লাহ পাক নূহ আলাইহিস্ সালামকে তার জাতির প্রতি নবী করে পাঠালেন এবং তিনি তার জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দিতে

লাগলেন। ফলে যারা ইসলাম কবুল করলেন তাদের অধিকাংশই ছিলো সমাজের দরিদ্র শ্রেণির । আর নেতৃস্থানীয় লোকেরা দ্বীনদার লোকদের অবজ্ঞা করে নূহ আলাইহিস্ সালামকে বলতো, কিছু ইতর শ্রেণির লোক ও আহাম্মকদের ছাড়া কাউকে তো আপনার অনুসরণ করতে দেখি না। আর আপনাদের মতো লোকদের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বরং আপনাদেরকে আমরা মিথ্যাবাদী মনে করি। (সূরা হুদ-২৮) ফলে আল্লাহ পাক নূহ আলাইহিস্ সালামকে তার সাথীদের সহ সেখান থেকে সরিয়ে নিলেন এবং সেই জাতিকে বন্যা দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) বুদ্ধিজীবী মহল দ্বীনদার লোকদেরকে ইতর শ্রেণির মনে করে, তাদেরকে নির্বোধ এবং সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয় মনে করে। তাদের জীবনপদ্ধতিকে ভুল বা মিথ্যা মনে করে।

(২) আদ জাতির নিকট নবী হয়ে এসেছিলেন হুদ আলাইহিস্ সালাম। আদ জাতি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি। তারা তাদের শক্তির অহমিকায় ইসলামকে অস্বীকার করে, নবীর সাথে হঠকারিতা করে। ফলে আল্লাহ পাক হুদ আলাইহিস্ সালামকে তার সাথিদের সহ সেই এলাকা থেকে সরিয়ে নিলেন এবং সেই জাতিকে ঝড়-তুফান দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। বর্তমানে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) শক্তিধর শ্রেণিও আদ জাতি থেকে ব্যতিক্রম নয়।

(৩) আল্লাহ পাক জর্ডানবাসীর নিকট নবী হিসেবে লূত আলাইহিস্ সালামকে প্রেরণ করেন। তারাই ছিলো সেই জাতি যারা দুনিয়াতে সর্বপ্রথম পুরুষ পুরুষের সাথে সমকামী করে। ফলে আল্লাহ পাক লূত আলাইহিস্ সালামকে তার পরিবারসহ সেই এলাকা থেকে সরিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে জমিন উল্টিয়ে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দেন।

বর্তমানে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) ইউনিভার্সিটির হল, কওমী মাদরাসার ছাত্র ও শিক্ষকসহ অসংখ্য মুসলমান সমকামীতার গোনাহে লিপ্ত।

(৪) ইরানের মাদায়েন শহরের নবী ছিলেন শুয়াইব আলাইহিস্ সালাম। সেই জাতি ব্যবসায় ওজনে কম দিত। আল্লাহ পাক তার নবীকে হেফাজতে রেখে তাদেরকে পাথরের বৃষ্টি দ্বারা ধ্বংস করে দেন। পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) ব্যবসায়ীদের জন্য ওজনে কম দেয়াটাই যেনো ব্যবসার সফলতা।

(৫) বনি ইসরাঈল জাতি ছিল জালেম। আল্লাহ পাক তাদের থেকে বড় জালেম ফিরাউনকে তাদের উপর বাদশাহ বানিয়ে দেন। ফিরাউন তাদেরকে গোলামে পরিণত করে। তাদের হাজার হাজার শিশুদেরকে হত্যা করে, কিন্তু কেউ এর প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। সে নিজেকে খোদা দাবি করে এবং সকলকে তার সামনে মাথা নত করতে বাধ্য করে। সে বনি ইসরাঈল জাতির খোদা বনে যায়, অথচ সে নিজে বনি ইসরাঈল জাতির ছিল না।

বর্তমানে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) সকল শ্রেণির মানুষ জালেম। সরকারী কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষের উপর জালেম, পুলিশ জালেম, কাস্টমসের লোকজন জালেম, ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের উপর জালেম, শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের উপর জালেম, পিতামাতা সন্তানের উপর জালেম, সন্তান পিতামাতার উপর জালেম, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের উপর জালেম, এমনকি রিক্সাওয়ালাও সুযোগ পেলে পেসেঞ্জারের উপর জুলুম করতে ছাড়ে না। সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে মুসলমানরা অন্যকে ঠকাবার সুযোগ পেলে তা কাজে লাগায় না। তাই আল্লাহ পাক তাদের থেকে বড় জালেম শেখ হাসিনাকে তাদের উপর বাদশা হিসেবে

চাপিয়ে দিয়েছেন। সে পিলখানায় আর্মিদের হত্যা করে এবং নিজের লোকদেরকে সেখানে বসিয়ে আর্মিদেরকে নিজের গোলাম বানিয়ে নিয়েছে, কেউ কিছুই করতে পারলো না। সরকারি কর্মজীবীদের বেতন বৃদ্ধি করে তাদেরকে গোলাম বানিয়ে নিয়েছে, কেউ আর এখন প্রতিবাদ করে না। শেয়ার বাজার ধ্বংস করে হাজার হাজার মানুষকে নিঃস্ব বানিয়ে দিয়েছে, কারো কিছুই করার নেই। বিরোধী দলগুলোর লোকদেরকে হত্যা, গুম, ফাঁসি ও জেলে আটক করে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছে, এখন আর কোনো প্রতিপক্ষ নেই। কেউ প্রতিবাদ করার মতো আছে কিনা দেখার জন্য ইমরান এইচ সরকার নামে এক টোপ ফেলে দেখলো যে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) আলেমদের একটি শক্তি বাকি রয়ে গিয়েছে। তখন এদেরকে টাকা পয়সা দিয়ে, মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি দিয়ে গোলাম বানিয়ে নিয়েছে। বাকি ছিলো তাবলীগের নীরব নবীওয়ালা মেহনত। এটাকে ধ্বংস করার জন্য প্রথমে কাকরাইল মারকাজের নামে টঙ্গী ইস্তেমার জমি লিখে দিলো। তারপর আমেরিকান এম্বেসি, ইন্ডিয়ান এম্বেসি ও কাকরাইল মারকাজের বিক্রি হওয়া কিছু মুরুব্বির সমন্বয়ে চক্রান্ত করে মাওলানা সা'দ সাহেবের বিরুদ্ধে অন্ধ আলেমসমাজকে কাজে লাগিয়ে তাবলীগকে বরবাদ করে দিয়েছে। পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) মুসলমানদের জন্য এখন শেখ হাসিনাই খোদা, অথচ শেখ হাসিনা নিজে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) মুসলমান নয়। হিন্দু বংশোদ্ভূত হাসিনার গোলামি করছে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) ১৮ কোটি মুসলমান।

(৬) বনি ইসরাঈল জাতি তাদের নিকট প্রেরিত অসংখ্য নবীদেরকে হত্যা করে। ফলে বিভিন্ন দেশের বাদশাহরা আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে, তাদেরকে তাদের দশ থেকে বিতারিত করে। বাংলাদেশেও

এখন মসজিদের ইমামদেরকে হত্যা করা শুরু হয়েছে, তাবলীগের সাথিদের মসজিদ থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে, ইস্তেমার মাঠে সাথিরা খুন হয়েছে, সাথিদেরকে এসিড পান করানো হয়েছে, আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই খুব শীঘ্রই পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) উপর ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে আক্রমণ হবে। পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ)-কে ইন্ডিয়াকরণের প্রায় সকল কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। ইন্ডিয়ান গডফাদাররা 'ইসকন' সংস্থার হয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ইন্ডিয়ার অংশ বানানোর কাজ করে চলেছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ার নিকট বিক্রি করে দিয়েছে এবং খুব শীঘ্রই হয়ত সে উধাও হয়ে যাবে।

আমি স্বপ্নে দেখেছি, হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) পুলিশ ও আর্মিরা পরস্পর একে অন্যকে হত্যা করা শুরু করছে। বাংলাদেশের আর্মি বাহিনীর উপর সরাসরি আমেরিকান কমান্ডাররা হস্তক্ষেপ করছে। বাংলাদেশ পুলিশ গ্রুপ করে করে বিভিন্ন এলাকায় ঢুকে মুসলমানদেরকে হত্যা করছে। এই স্বপ্নগুলো গত রমজানেরও মাস দুই-এক আগে দেখেছি।

এখন স্বপ্ন সম্পর্কে একটু বলি। কারণ যে সকল আলেমের পড়াশুনা একেবারেই কম, এদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলবে, স্বপ্ন কোনো দলীল নয়। অথচ বুখারি শরিফের এক হাদিসে এরশাদ হয়েছে, শেষ জামানায় মু'মিনের কোনো স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। যে যত সত্যবাদী হবে তার স্বপ্ন তত সত্য হবে। অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, মু'মিনের জন্য সুস্বপ্ন বাকি থাকবে। অর্থাৎ মু'মিনদেরকে আল্লাহ পাক স্বপ্নের মাধ্যমে খবর দিতে থাকবেন এবং শেষ জামানায় এটা বেশি

হবে। কারণ শেষ জামানায় মু'মিনরা দিক নির্দেশনা নেওয়ার মত কোনো আলেম পাবে না।

গত রোজার ঈদের পর পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) তাবলিগের সাথিদের নিকট আমি একটি চিঠি লিখেছিলাম। তার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করছিঃ আমি পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) আযাব আসার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছি এবং ***আল্লাহ পাক আমাকে বলেছেন,*** 'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে আমি অনেক বেশি ক্ষমা করনেওয়ালা। আমার বান্দাদের একথাও জানিয়ে দাও যে আমার আযাব বড় শক্ত। আর তাদেরকে ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালামের মেহমানদের কথা জানিয়ে দাও।' তাই সকল সাথিরা মেহনতের সাথে আমাদের খেয়ানতের উপর তাওবা করি এবং আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় করি। আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মেহমানদের কথা কেন বলতে বললেন জানিনা। সংক্ষেপে ঘটনাটা হলো, আল্লাহ পাক ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের নিকট ফেরেশতা পাঠালেন। তারা মানুষের শেকেলে নবীর নিকট এলেন। আল্লাহর নবী তাদেরকে মেহমান ভেবে গরু ভুনা করে সামনে পেশ করলেন। তারপর বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলেন ও মেহমানদের খেতে বললেন। কিন্তু মেহমানরা ফেরেশতা হওয়ায় তাদের খানার প্রয়োজন ছিল না এবং সেই খানায় হাতও দিলেন না। এতে ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম ভীত হলেন, তিনি তাদেরকে অশুভ ও শত্রু মনে করলেন। তখন ফেরেশতারা বললেন, ভয় পাবেন না, আমরা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দূত। আল্লাহ পাক আপনাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং হযরত লূত আলাইহিস্ সালামের কওমকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। হযরত ইবরাহিম আলাইহিস্ সালাম অবাক হলেন যে, তিনি বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন বন্ধা, এমতাবস্থায়

সন্তান কিভাবে হবে! ফেরেশতারা নবীকে বললেন, আপনি আপনার পরিবার নিয়ে রাতের কিছু অংশ বাকি থাকতে এলাকা হতে বের হয়ে যান, পিছনে ফিরে তাকাবেন না। সকালে আযাব আসবে। যাই হোক, আমি যতটুকু বুঝেছি, সাথিরা যেনো আল্লাহ পাকের ক্ষমতার উপর ভরসা রাখে। আল্লাহ পাক যা চান তাই হয়, যদিও জাহেরিভাবে তা অসম্ভব মনে হতে পারে। আর হয়ত পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) বিশেষত ঢাকা ও টঙ্গীতে বড় কোনো আযাব আসছে। তাই দাওয়াত ও তাবলীগের সাথিদের বলেছিলাম, তারা যেনো রাতে তাদের বিবি বাচ্চা নিয়ে টঙ্গী ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। আর সকল সাথিদেরকে আমি বলবো তারা যেনো অন্ততঃ মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে, চোখ-কান খোলা রাখে এবং কোনো বিপদের পূর্বাভাস পেলেই পরিবার পরিজন নিয়ে ঢাকা ও টঙ্গী ছেড়ে চলে যায়।

এই চিঠিটি লেখার কিছুদিন পর খবর পেলাম যে, বাংলাদেশে ডেঙ্গু জ্বর ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে এবং এর প্রভাব ঢাকাতেই বেশি ছিল। গতকাল (৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) আল্লাহ পাক আবারো আমাকে একই কথা জানালেন, আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে আমি অনেক বেশি ক্ষমা করনেওয়ালা ও রহম করনেওয়ালা। আমার বান্দাদের একথাও জানিয়ে দাও যে আমার আযাব বড় শক্ত। আর তাদেরকে ইব্রাহিম আলাইহিস্ সালাম-এর মেহমানদের কথা জানিয়ে দাও।

তাই আমার আশংকা হচ্ছে, আল্লাহ পাক হয়ত অচিরেই আবার কোনো আযাব বাংলাদেশে পাঠাবেন। এবার কী রূপে সেই আযাব আসবে তা কেবল আল্লাহ পাকই জানেন। তবে কিছু দিনের মধ্যেই হোক বা কিছু দেরি করেই হোক আযাব অবশ্যই আসবে।

আল্লাহ পাক তার বান্দাদেরকে গোনাহে লিপ্ত অবস্থায় পেলে তাদেরকে প্রথমে ছোট ছোট আযাব দেন, যেন বান্দা আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে আসে। (সূরা সিজদাহ-২১) কিন্তু তারপরেও যদি তারা গোনাহ থেকে তাওবা না করে, তখন আল্লাহ পাক বড় আযাব দিয়ে তাদেরকে নাস্তানাবুদ করে দেন। আজ ফিলিস্তিনের মুসলমানদের গোনাহের কারণেই তাদেরকে ইসরাঈলীরা হত্যা করছে। সিরিয়ার মুসলমানদের গোনাহের কারণেই সেখানে যুদ্ধ চলছে। একই কারণে ইয়ামানেও হচ্ছে। একই কারণে ইরাক ও আফগানিস্তানের মুসলমানরা প্রতিদিন হত্যার শিকার হচ্ছে। একই কারণে কাশ্মীর ও আসামের মুসলমানরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারছে না। চীনেও মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে মুসলমানদের গোনাহের কারণেই। মায়ানমারের মুসলমানরা নিজেদের গোনাহের কারণেই গৃহহারা হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু তারা তাদের গোনাহ থেকে তাওবা করেনি। তাই হয়ত অচিরেই আবার তাদের উপর কোনো আযাব এসে উপস্থিত হবে।

পূর্ববর্তী কয়েকজন নবীর ঘটনা যা এই চিঠির শুরু থেকেই আলোচনা করে আসছিলাম, তা সবই আমাদের পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ পাক আযাবের ফয়সালা হয়তো করে ফেলেছেন। যদি বড় আযাব চলে আসে, আর হিন্দুদেরকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন আমরা কেউ বাঁচবো না। শুরু হবে হাদিসে বর্ণিত যুদ্ধ 'গাযওয়াতুল হিন্দ'। এই যুদ্ধের শেষে মুসলমানদেরই বিজয় হবে। হলেও, কোটি কোটি মুসলমানকে প্রাণ দিতে হবে।

সকল মুসলমানদের নিকট আমার আরজ, সকলে নিজেদের গোনাহের উপর তওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেই। সকল হারাম থেকে বিরত হয়ে যাই। ইসলামি হোক বা অন্য যাই হোক, ব্যাংকের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করি। ব্যাংকে টাকা থাকলে তা উঠিয়ে নিজের কাছে রাখি, প্রয়োজন হবে। সকল মেয়েরা পর্দা করা শুরু করি। চাকুরিজীবী মেয়েরা চাকুরি ছেড়ে দিয়ে সংসারের দিকে মনোযোগী হই। টিভি দেখা পরিত্যাগ করি। স্বামী-সন্তান বা নিকট পুরুষ থাকা অবস্থায় বাজারে, মার্কেটে যাওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত হয়ে যাই। সকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করা শুরু করি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের হুকুম, নবীজী ﷺ-এর সুন্নত অনুযায়ী আমল করতে শুরু করি। আল্লাহ পাককে ভয় করা চাই। আল্লাহ পাকের ক্ষমতা অনেক বেশি। আমরা কোথায় থাকি, কী করি তিনি সব দেখেন। আমরা কী বলি, প্রকাশ্যে বা গোপনে, তিনি সব শুনেন। আমরা মনে মনে কী চিন্তা করি তিনি তাও জানেন। তাই আল্লাহ পাক থেকে পালিয়ে কোথায় যাবো? আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান, যদি আল্লাহ পাক কাউকে পাকড়াও করতে চান, তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। আর যদি তিনি কাউকে কোনো উপকার পৌঁছাতে চান, তাহলে কেউ তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। (সূরা ইউনুস- ১০৭)। তাই আল্লাহ পাককেই ভয় করা উচিত। দুনিয়ার পরাশক্তিকে ভয় করে কী লাভ? আল্লাহ পাকের নিকট এদের সম্মিলিত শক্তি মাকড়সার জাল থেকেও দূর্বল।

এখন আমাদের জন্য কী করণীয়, এই ব্যাপারে "ইসলামের শেষ যামানায় আমাদের করণীয়" নামে একটি বই লিখেছিলাম। অনেক আলেমের নিকট আমার কিতাবটি পৌঁছেছে। কিন্তু তারা এর লেখনী যাচাই না করেই আমাকে আলেমবিদ্বেষী বলে দিয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ (৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯) ফজরের নামাযের পর স্বপ্ন দেখলাম, আল্লাহ পাক আমার লেখা এই কিতাবটি হাতে নিয়ে বলছেন, "এই বইয়ে আলেমদের নিয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে তা সবই সত্য।" তাই সকলের নিকট, বিশেষ করে আলেমদের নিকট আরজ, তারা যেনো দীলে বিদ্বেষ না রেখে বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে এবং এই যামানায় আমাদের কিভাবে আল্লাহ পাকের সাহায্য হাছিল করা উচিত সেই ব্যাপারে বইটিতে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে তার উপর আমল করার চেষ্টা করে। [উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মাদ হাফিযাহুল্লাহ সাহেবের কিতাবটির সকল বিষয়বস্তু, এছাড়াও উম্মতের জন্য জরুরী আরো অন্যান্য অনেক বিষয় শাইখ মাহমুদ আল হিন্দী হাফিযাহুল্লাহ রচিত "নবীওয়ালা এবং সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী (গরীব ইসলাম, ১-৩ খণ্ডে) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আপনারা সে কিতাবটি ভালোভাবে পড়ে আমল করার চেষ্টা করবেন।]

সারা দুনিয়াতে মুসলমানদেরকে সমূলে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা চলছে। ইহুদী-নাসারা-হিন্দু-বৌদ্ধ সবাই মুসলমানদেরকে হত্যা করে চলেছে। এটা একদিকে যেমন আমাদের জন্য এক মহাবিপদের আগমনী সংকেত দিচ্ছে, তেমনি এক মহা সুসংবাদেরও সংকেত দিচ্ছে। এখন মুসলমানদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আল্লাহ পাক তাঁর খলীফা ইমাম মাহদীকে পাঠাবেন, ইনশাআল্লাহ। ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সাল হলো ২০২০ সাল। তাই আমি এর প্রস্তুতি হিসেবে ২০১৯ সাল থেকে হজ্জ করা শুরু করেছি এবং প্রতি বছর করতে থাকবো, ইন্‌শাআল্লাহ। সকল মুসলমানের জন্যও এখন এটা জরুরি তারা আনেওয়ালা যুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে এবং মক্কায় এসে অবস্থান নেয়। যারা মক্কায় আসার সামর্থ রাখে না, তারা যেনো অন্তত পাকিস্তানে

চলে যায়। ঢাকা শহর এখন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ শহর। সবার উচিত তারা যেনো নিজেদের পরিবারের জন্য নিজ নিজ গ্রামে ঘর তৈরি করে এদেরকে সেখানে রেখে আসে। তাদের জন্য ক্যাশ টাকা হাতে রাখে। সকলের ঘরে ঘরে ধারালো বড় বড় ছুড়ি রাখা চাই, যেনো কিছুটা হলেও আত্মরক্ষা করা যায়। হিন্দুরা নিকৃষ্টতম জাতি। এরা আমাদের স্ত্রী সন্তানের উপর হামলা করবে। আমি জঙ্গীবাদের দিকে ডাকছি না। বরং আত্মরক্ষার কথা বলছি।

আওয়ামী লীগের ভাইদের প্রতি আরজ। মুসলমান হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সবাইকে আল্লাহ পাকের সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। তাই অন্ধভাবে শেখ হাসিনাকে অনুকরণ না করে আল্লাহকে ভয় করি। মৃত্যু অবশ্যই আসবে। দুনিয়ার সকল ক্ষমতাধর লোকদেরও মৃত্যু অবশ্যই আসবে। মৃত্যুর সময় এই ক্ষমতা, টাকা-পয়সা বা বাহাদুরি কিছুরই মূল্য থাকবে না। তখন আল্লাহ পাক দেখাবেন, মানুষের উপর জুলুমের বদলা কী! তখন শেখ হাসিনা আপনাদের বাঁচাতে আসবে না। সে নিজেই বড় বিপদে থাকবে, যদি মৃত্যুর আগে তাওবা করতে না পারে। মুসলমান হিসেবে আমরা সবাই ভাই। তাই আওয়ামী লীগের ভাইদের প্রতি আরজ, মানুষের প্রতি জুলুম না করি। যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে, তাদেরকে তাদের হক ফিরিয়ে দেই এবং আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করি। আল্লাহ পাক তার বান্দার তওবাকে খুব বেশি পছন্দ করেন।

ইসলামী দল ও সংগঠনগুলোর প্রতি আরজ, তারা যেন সকলে এক হয়ে যায়। ইস্তেমায়াত ইসলামের বড় শক্তি।

পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) সকল মুসলমানের নিকট আমার আরজ, তারা যেনো তাদের পরিচিত সকল মুসলমানের নিকট এই চিঠিটি পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করে।

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু রোমানদের উপর হামলা করার আগে তাদের সেনাপতির নিকট চিঠির মাধ্যমে খবর পাঠিয়েছিলেন, আমি এমন এক বাহিনী নিয়ে আসছি, যারা মৃত্যুকে এতোটাই মহব্বত করে যতটা মহব্বত তোমরা মদ পান করাকে করো।

আলহামদুলিল্লাহ, আমিও মওতকে মহব্বত করি এবং আল্লাহ পাক, যিনি আমার মাওলা, আমি তাঁর নিকট যেতে চাই। কয়েক বছর আগে আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম, আমি আল্লাহ পাকের সামনে বসে আছি। আমি আল্লাহ পাককে বললাম, হে আল্লাহ, আমাকে এমন একটি মৃত্যু দান করুন যার কারণে আমার সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক আমাকে বললেন, তোমার দোয়া কবুল করা হলো। সেই স্বপ্নের পর থেকেই আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আমি ঘরের বিছানায় শুয়ে মারা যাবো না, বরং আল্লাহ পাকের দুশমনরা আমাকে হত্যা করবে, ইনশাআল্লাহ। আমার এখন মওতকে মহব্বতকারী এবং গোনাহ থেকে মুক্ত ৩১৩ জন সাথী লাগবে। এরকম ৩১৩ জন সাথি যদি আমরা মক্কায় ইমাম মাহদীর সাথে একত্রিত হতে পারি, তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্প, মুদি, হাসিনাদের আমরা মাকড়সার জালের মতো গুড়িয়ে দিতে পারবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকাই আমার কাজ, এই কাজ আমি বুঝে-শুনেই করছি, এই কাজ আমার এবং যে কেউ নবীজী ﷺ-এর উম্মত তার জন্যও এই কাজ। আল্লাহ পাক খুব পবিত্র এবং আমি মুশরিক বা মিথ্যাবাদী নই।

আমি আমার সাধ্যমত সকল স্তরের মুসলমানদের নিকট কথাগুলো পৌঁছাবার চেষ্টা করছি। তাই আমি পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) সকল আলেম, তাবলীগের সাথি, ছাত্র, শিক্ষক, পুলিশ, আওয়ামীলীগ, বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, শিবির, হরকতুল জিহাদ, ব্যাংকের কর্মকর্তা, ট্রাভেল এজেন্সী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পত্রিকা ও টিভি সাংবাদিক ইত্যাদি সকল শ্রেণির মানুষকে সঠিক ইসলামের (আল্লাহর রাসূলের যামানার অপরিচিত ইসলামের) দিকে দাওয়াত দিচ্ছি। আল্লাহ পাক আমাকে বলেছেন, অধিকাংশ মানুষই তোমার কথা বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না তারা নিজের চোখে আযাব প্রত্যক্ষ করবে। আমি জানি, আমি সবাইকে বাঁচাতে পারবো না। অন্তত সকলেই নিজেদের ভুলের উপর তওবা করতে থাকি। এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, হে আমার বান্দা, তুমি গোনাহ করতে করতে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত ভরে ফেলো। তারপর একবার আমার নিকট ক্ষমা চেয়ে বলো, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি তোমার সব গোনাহ ক্ষমা করে দিবো, কারো পরোয়া করবো না। তাই সকল মুসলমান ভাই-বোনদের নিকট আরজ, আল্লাহ পাক তাঁর বান্দার প্রতি বড় মেহেরবান ও ক্ষমাশীল। সকলে আমরা তওবা করি। না জানি কখন মৃত্যু এসে যায়।

পরিশেষে আমার একটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে চিঠিটি শেষ করছি। হজ্জের কয়েকদিন পর স্বপ্নে দেখলাম, নূহ আলাইহিস্ সালাম আমার নিকটে এসেছেন। তিনি উনার গায়ের চাদর আমার গায়ে জড়িয়ে দিলেন এবং হাতের লাঠিটা আমাকে দিলেন। এই স্বপ্নটার অর্থ হলো, নূহ আলাইহিস্ সালামের মতো আমাকেও দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে এবং খুব শীঘ্রই দুনিয়া ব্যাপি আযাব

আসবে যাতে কেবল প্রকৃত দ্বীনদার লোক ব্যতীত কেউ বাঁচবে না। খুব শীঘ্রই হাদীসে বর্ণিত 'মালহামাতুল কুবরা' (মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হত্যাযজ্ঞ) শুরু হতে যাচ্ছে। তখন দুনিয়ার সকল পরাশক্তি ধ্বংস হয়ে ইসলামের পতাকাই বিজিত হবে। কিন্তু এর আগে সাধারণ সকল মুসলমানকেও প্রাণ দিতে হবে। এবং এই ঘটনা দুনিয়াবাসী প্রত্যক্ষ করবে আগামী হজ্জের আগে বা পরে, ইন্‌শাআল্লাহ। বাংলাদেশেরও এমন অবস্থা হবে যে, মুসলমানদের লাশ কবর দেয়ার মত অন্য মুসলমান থাকবে না। পাখি সেই লাশ ঠুকরে ঠুকরে খাবে। আল্লাহ পাক কখনো মিথ্যা বলেন না এবং আমি আল্লাহ পাককে স্বাক্ষী রেখে বলছি, আমি এই চিঠিতে আনেওয়ালা দিনগুলো সম্পর্কে তাই বলেছি যা আল্লাহ পাক আমাকে জানিয়েছেন। আল্লাহ পাক আমাকে যা জানিয়েছেন, তা সকলের নিকট পৌঁছানো আমার দায়িত্ব, তাই চেষ্টা করছি এবং আমার এই কাজের জন্য কোনো মানুষের নিকট থেকে আমি কোনো বিনিময় চাই না। বরং কেবল আল্লাহ পাকের নিকট থেকেই এর বিনিময় আশা করি। আল্লাহ পাক সকল মুসলমানদেরকে আমার কথাগুলো বুঝার তাওফীক দান করুন এবং ক্ষমা করে দিন। আমীন।

ওয়াস্‌সালাম।